بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১লা আগষ্ট, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যুক্তরজ্যের বার্ষিক জলসার সফলতার জন্য সার্বিকভাবে খোদা তা'লার প্রতি এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আহ্বান জানান। অতঃপর জলসায় আগত অতিথিদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বর্ণনা করেন এবং জলসার মিডিয়া কভারেজ তুলে ধরেন, পরিশেষে একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, গত রবিবার আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। এ তিন দিন মহাকল্যাণ এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি প্রদর্শনকারী ছিল। আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড়ো অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাদেরকে এ দিনগুলোতে অসংখ্য কৃপারাজিতে ধন্য করেছেন এবং জলসা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ দিনগুলোতে আবহাওয়াও খুব ভালো ছিল এবং অন্যান্য প্রোগ্রামও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জলসার মৌলিক অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও তবলীগ এবং অন্যান্য বিভাগ যেসব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, সেগুলো অ—আহমদী অতিথিদের ওপর ভালো প্রভাব ফেলেছে এবং আহমদীদের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। অনুরূপভাবে এমটিএও বিরতির সময়ে বিভিন্ন তথ্যমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে যা বিশ্বব্যাপি আহমদীদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ বছর জলসার পুরো আয়োজন বিশ্বের প্রায় ৫৬টি দেশের ১১৯টি স্থানকে অনলাইনের মাধ্যমে এক প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছে; এভাবে তারাও সরাসরি আমাদের সাথে জলসায় যুক্ত ছিল। বিভিন্ন দেশে বসেও তাদের অনুভূতি এটিই ছিল যে, তারা যেন জলসার মার্কিতেই বসে জলসা শুনছেন। এটিও আল্লাহ তা'লার একটি অনুগ্রহ, এসব অধুনা আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি সকল আহমদীকে একীভূত করেছেন যার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যাহোক, অধিকাংশ মানুষ এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন যে, সামগ্রিকভাবে এ বছর ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো ছিল। এক বিশেষ পরিবেশ বিরাজ করছিল যার ফলে সর্বস্তরের মানুষ অনুভব করেছে যে, জলসায় আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হও, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তাহলে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি প্রতিদান দেবো।** কাজেই, আরো বেশি কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেছেন এবং উত্তমরূপে সেবা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। কর্মীদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন এবং সেবার উত্তম পরিণাম সৃষ্টি করেছেন। এ বছর উপস্থিতি প্রায় ৫০,০০০ হয়েছিল; তাদের যাতায়াত, আপ্যায়ন, জলসা শ্রবণের ব্যবস্থাপনা ও আবাসনের দিক থেকে তেমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা এত মানুষের জন্য কীভাবে সবকিছু সুচারুরূপে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতএব, এসব কাজ যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাধিত হয়েছে এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং কেবলই আল্লাহ্র অনুগ্রহ। বহু স্বেচ্ছাসেবী, যারা বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সাথে যুক্ত এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাঙ্গনের সাথে জড়িত, সবাই রাত দিন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জলসার পূর্বে, জলসার সময় এবং পরবর্তীতেও নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, **আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাকে বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিল, তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো নি। বান্দা বলবে, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি তো তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, না! আমি যে বান্দার মাধ্যমে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছি, সেই বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাও আবশ্যক।** অতএব, কর্মীরা প্রত্যেকে প্রশংসার দাবিদার। অ—আহমদী অতিথিদের ওপর তাদের আত্মনিবেদনের গভীর প্রভাব পড়ে থাকে, অর্থাৎ কীভাবে তারা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেছে, শিশুরাও পানি পান করাচ্ছে, সবাই বিভিন্ন স্থানে হাসিমুখে কাজ করে যাচ্ছে! অতিথিদের অনেকেই কর্মীদের জিজ্ঞেস করেছে, আপনারা কী করেন? তারা ভেবেছিল, এরা হয়তো শ্রমিক শ্রেণির মানুষ হবে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বা পেশাগত দিকে দিয়ে বড়ো বড়ো পর্যায়ে আছেন। অতএব, তারা যখন কর্মীদের এভাবে কাজ করতে দেখে তখন তাদের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে আর এটি নীরব তবলীগের কাজ করে। হুযূর (আই.) বলেন, তাদের অনেকে ইতিবাচক অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন; এর মাঝ থেকে আমি এখন কিছু অভিব্যক্তি তুলে ধরছি,

রডরিক আইল্যান্ডের পুলিশ ফোর্সের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার মনুজ লোচান সাহেব বলেন, পুলিশ কমিশনার এবং ডিভিশনাল কমাণ্ডার হিসেবে অনেক সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, কিন্তু জলসার দিনগুলোতে আমি যা দেখেছি তা নিশ্চিতভাবে অনন্য। ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিল। দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি এক আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। প্রত্যেকে অসাধারণ আবেগের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেবা করে গেছেন। আমি এক স্বেচ্ছাসেবী কর্মীকে দেখেছি, হাতে পট্টি বাঁধা সত্ত্বেও হাসিমুখে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমি ডাক্তার, আইটি পেশায় দক্ষ, ব্যবসায়ী, পিএইচডি ডিগ্রিধারী কর্মীদের দেখেছি, যারা বিনয় ও অবিচলতার সাথে সেবা করেছিলেন। যে ড্রাইভার আমাদেরকে জলসায় নিয়ে এসেছিলেন আমি তার পেশা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছেন; বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সংগঠনের কাজের প্রতি এত নিষ্ঠা ও বিনয় আমি আমার জীবনে কখনো দেখি নি।

বেলজিয়ামের এক অতিথি যাতূর সাহেব, যিনি একটি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি তিনি বলেন, এরূপ অসাধারণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারা আমার জন্য প্রকৃত অর্থে আনন্দায়ক ছিল। এটি কেবল একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতাই ছিল না, বরং আপনাদের আন্তরিকতা ও উন্নত আতিথেয়তা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এত বড়ো আকারের একটি সম্মেলনের আয়োজন করা নিশ্চিতভাবে এক অসাধারণ সফলতা যেখানে হাজার হাজার মানুষ কয়েক দিনের জন্য অংশ নিতে এসেছে।

ব্রাজিলের প্রাদেশিক সংসদ সদস্য ইওরা মোড়া বলেন, জলসায় ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষামালা সম্পর্কে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। নামায পড়ার দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল, অনুরূপভাবে যেসব নযম বা কবিতা পাঠ করা হয়েছে, তাও হৃদয়গ্রাহী ছিল। এটি আমার জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল আর আতিথেয়তার বিষয়ে যুগ খলীফা—প্রদত্ত বক্তব্য আমার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি আরও বলেন, আহমদীরা প্রকৃত অর্থেই প্রেমময়, ভদ্র এবং আন্তরিক মানুষ, আর এটি এমন এক জামা'ত যা মানুষ, জাতি এবং ধর্মের মাঝে দূরত্ব তৈরি করার পরিবর্তে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটায়।

বুলগেরিয়ার এক নবদীক্ষিত নারী আহমদী এভিলিনা সাহেবা বলেন, আমার পরিবারে আমি একাই আহমদী। আমি আহমদীয়াতকে অনেক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং ৩ বছর অনুসন্ধানের পর আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। যুক্তরাজ্যের জলসায় এটি আমার প্রথম অংশগ্রহণ ছিল যা এক আধ্যাত্মিক সম্মেলন। যদিও দীর্ঘদিন যাবত আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, যুক্তরাজ্যের জলসায় আমি স্বশরীরে উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করব, যা এখানকার সবচেয়ে বড়ো সম্মেলন, কেননা খলীফাতুল মসীহ্ এখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং বক্তৃতাও প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, এই বরকতপূর্ণ দিনগুলোতে আমি এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করেছি এবং এতে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। খোদাপ্রেমিকদের সাথে অবস্থান করে খোদা তা'লার সাথে আমার সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় আরও সুদৃঢ় হয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধের প্রেরণা, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সবদিক থেকে আধ্যাত্মিকতার যে মান আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

জর্জিয়ার এক অতিথি রোলাণ্ড শুমওয়ার্তে বলেন, জলসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, বক্তৃতামালা এবং খলীফার বিভিন্ন বক্তব্য আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করার ক্ষেত্রে অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করছে আর খলীফার জুমুআ'র খুতবা আমার অনেক ভালো লেগেছে, যেখানে আতিথেয়তার বিষয়ে ইসলামি শিক্ষামালা তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে খলীফার নারীদের প্রতি বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে, আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্যও আমাকে প্রভাবিত করেছে।

বেশকিছু ঈমান উদ্দীপক অভিব্যক্তি বর্ণনার পর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অ—আহমদী অতিথিদের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করুন এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন ও যুগের ইমামকে গ্রহণ করার তৌফিক দিন। নবদীক্ষিত আহমদীদের ঈমান ও নিষ্ঠায় উন্নতি দান করুন। পাশাপাশি আহমদীদের তৌফিক দিন, তারা যেন জলসায় যা শুনেছেন তা মেনে চলতে সক্ষম হন, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী হন।

এরপর হুযূর (আই.) **প্রেস ও মিডিয়ার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট** তুলে ধরেন। অনলাইন ওয়েবসাইটে এ বছর প্রায় ৫০ মিলিয়ন মানুষ জলসা দেখেছেন। প্রিন্ট মিডিয়া ও পত্রপত্রিকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন পাঠক জলসার সংবাদ পড়েছেন। এছাড়া রেডিওতে প্রায় ২০ মিলিয়ন, টেলিভিশনে প্রায় ৫ মিলিয়ন এবং সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় ১৪ মিলিয়ন লোকের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সব মিলে **সর্বমোট প্রায় ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি** লোকের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে। এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমেও বিভিন্ন চ্যানেলে জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়েছে এবং এ উপলক্ষ্যে ৫০ জনের অধিক মানুষ বয়আত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) ফিলিস্তিনের **মরহুম আব্দুল করীম জামাল সাহেবের** স্মৃতিচারণ করেন যিনি কিছুদিন পূর্বে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইসরাঈলের চালানো গুলির আঘাতে শাহাদত বরণ করেন। হুযূর নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)